# করোনায় অভাব তীব্র, শিশুকন্যা বিক্রির নালিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

**ঘাটাল:** অভাব নিত্যসঙ্গী। লকডাউনে তা আরও বেড়েছিল। এরই মাঝে আড়াই মাসের কন্যাসন্তানকে বিক্রির অভিযোগ উঠল বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের এই ঘটনায় শোরগোল শুরু হতেই তৎপর হয় পুলিশ। মঙ্গলবার রাতেই শিশুকন্যাকে উদ্ধার করে ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বাবা, মা-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা করেছে পুলিশ। হাসপাতাল সূত্রের খবর, সুস্থই রয়েছে ওই শিশুকন্যা। খড়্গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "এক শিশুকন্যাকে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতেই শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। আইনানুগ পদক্ষেপ করা হয়েছে।" চাইল্ড লাইনের জেলা কো-অর্ডিনেটর বিশ্বনাথ সামন্তের কথায়, "অভাবের তাড়নায় শিশুকন্যাকে বিক্রি খুবই লজ্জাজনক ঘটনা। মানুষকে আমরা সচেতন করতে পারিনি।"

পুলিশ সূত্রের খবর, ঘাটাল শহরের কোন্নগর এলাকার রুইদাস পল্লির বাসিন্দা বাপন ধাড়া ও তাঁর স্ত্রী তাপসীর বছর পাঁচেকের ছেলে এবং বছর আড়াইয়ের মেয়ে রয়েছে। বাপনের কোনও রোজগার নেই। তাপসী পরিচারিকার কাজ করেন। লকডাউনে তাপসীর রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে আড়াই মাস আগে ঘাটাল হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তাপসী। সূত্রের খবর, সন্তান জন্মানোর পরই স্বামী-স্ত্রীয়ের গোলমাল বাড়তে থাকে। তখনই সন্তান বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন দম্পতি।

তাপসীর বাপের বাড়ির সূত্র ধরে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার কমলপুর লাগোয়া দক্ষিণ দুর্গাপুর গ্রামের এক নিঃসন্তান দম্পতির সঙ্গে যোগাযোগ হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুকন্যা হস্তান্তর হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুলিশ শিশুকন্যাকে উদ্ধারে নামে। ঘাটাল থানার এক অফিসার চাইল্ড লাইনের আধিকারিককে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার রাতেই শ্যামপুরের গ্রাম থেকে উদ্ধার করেন শিশুকন্যাকে।

এত ঘটনা ঘটার পর অনুতপ্ত ওই দম্পতি। তাঁদের কথায়, "অভাবের জন্যই এমনটা করে ফেলেছিলাম। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছি।" ঘাটালের মহকুমা পুলিশ অফিসার অগ্নিশ্বর চৌধুরী বলেন, "প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, শিশুকন্যা যাতে ভাল ভাবে মানুষ হয়, তাই হাওড়ার দম্পতি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আইনি প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর হয়নি।"

Scanned with CamScanner

1821/CR/2020

71/SMC/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 1364 /25/ 22 /2020

Date: 15. 06. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the " Ananda Bazar Patrika", a Bengali daily dated 04 06.2020, the news item is captioned ' করোনায় অভাব তীব্র, শিশুকন্যা বিক্রির নালিশ'

Superintendent of Police, Paschim Medinipur is directed to cause an enquiry into the matter and to furnisha report to the Commission within a period of 4 weeks from the date of communication of the direction.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

15/6/2020
( Naparajit Mukherjee )
Member

Encl: News Item Dt. 04.06.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O. is to take immediate action
15.06.20

SDB

Scanned with CamScanner